দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 6 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

উচ্চতর শিক্ষার পূর্বশর্ত হল প্রাথমিক শিক্ষা। সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা সংক্রান্ত এক নিবন্ধে জানা যায়, আমাদের দেশের মোট শিশুর শতকরা ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যাদের অধিকাংশই ৩য় শ্রেণীতে উঠার আগেই আবার বিদ্যালয় ত্যাগ করে। যে ৭০ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের সংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ। এদের মধ্যে প্রায় ২২ লাখ শিশুই বিভিন্ন প্রাথমিক শ্রেণী থেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার বাড়ছে না।

ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। উচ্চতর শিক্ষা জীবনকে উন্নত করে। আর এই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পূর্বশর্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা তাই অপরিহার্য। গ্রাম এবং শহর উভয় পর্যায়েই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো প্রয়োজন। তুলনামূলকভাবে গ্রামগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো বহু পিছিয়ে আছে।

তাই গ্রামগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এবং সেখানে শিক্ষার সুযোগ, পরিবেশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের দিকে সব শেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে যেমন নৈরাজ্য বিরাজমান তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও নানা বিশৃংখলা বিরাজমান। প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও সরকারী তরফ থেকে যে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয় সে ব্যবস্থা সর্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। শহরমুখী মানসিকতার ফলে অনেকেরই গ্রাম্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি যত্নশীল দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অন্তরালে সংশ্লিষ্টজনদের অনভিপ্রেত আভ্যন্তরীণ বৈষম্য শিক্ষার মানকে হতাশাব্যঞ্জক করে। শিক্ষা লাভের অধিকার একটি সামাজিক অধিকার হলেও অনেকেই এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং অনেকে বহু প্রতিকূলতার কারণে এই অধিকার আদায়ে সচেষ্ট নয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রচেষ্টা দরকার। বিত্তবান ব্যক্তিরা গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলে সেই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে বহুজন। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য সবারই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক সবারই শিক্ষাক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসা উচিত। শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিকভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই বেশী প্রয়োজন। প্রতি বছর বহু শিশু নানা কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না এবং অনেকে ভর্তি হয়েও অসময়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে এটা অবিলম্বে রোধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি ছেলে-মেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। তাহলেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি সুদৃঢ় হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

—ফাহিম নাজ স্বর্ণা